مجمع القادری من حدیث البخاری بحب النبی المختار
من قول العلماء الاخیار

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রেমই ঈমান

রচনায়
মুহাম্মদ আজিজুল হক আল-কাদেরী (মা.জি.আ.)

প্রকাশনায়
আনজুমানে কাদেরীয়া চিশ্‌তীয়া আজিজিয়া, বাংলাদেশ

sahihaqeedah.com

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

PDF by (Masum Billah Sunny)

مجمع القادری من حدیث البخاری بحب النبی المختار
من قول العلماء الاخیار

মাজ্‌মাউল ক্বাদেরী মিন হাদীসিল বুখারী বি-হুব্বিন্ নবীয়্যিল মুখতার
মিন ক্বাওলিল ওলামায়িল আখইয়ার

রাসূল(ﷺ)প্রেমই ঈমান

রচনায়
মুহাম্মদ আজিজুল হক আল-কাদেরী (মা.জি.আ.)

প্রকাশনায়
আন্‌জুমানে কাদেরীয়া চিশ্‌তীয়া আজিজিয়া, বাংলাদেশ।

sahihaqeedah.com

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

PDF by (Masum Billah Sunny)

মাজ্‌মাউল ক্বাদেরী মিন হাদীসিল বুখারী বি-হুব্বিন্ নবীয়্যিল মুখতার
মিন ক্বাওলিল ওলামায়িল আখইয়ার
রাসূল (ﷺ) প্রেমই ঈমান

রচনায়:
মুহাম্মদ আজিজুল হক আল-কাদেরী (মা.জি.আ)

অনুবাদ:
মুহাম্মদ আবদুল অদুদ
উপাধ্যক্ষ
ছিপাতলী জামেয়া গাউছিয়া মূঈনিয়া কামিল (এম.এ) মাদ্‌রাসা

গ্রন্থস্বত্ব:
লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকাল:
মার্চ ২০১৬ ঈসায়ী

আর্থিক সহযোগিতায়:
* মোহাম্মদ নুরুল আজম সওদাগর * মোহাম্মদ আবু রায়হান সওদাগর
* মোহাম্মদ সিরাজুদ্দৌলা সওদাগর * মোহাম্মদ তারেকউল্লাহ সওদাগর
* মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম সওদাগর * মোহাম্মদ পারভেজ সওদাগর।
ফয়জুল্লাহ সারাং পাড়া, দক্ষিণ গুমান মর্দ্দন, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

হাদীয়া:
১০০ (একশত) টাকা মাত্র

প্রকাশনায়
আন্‌জুমানে কাদেরীয়া চিশ্‌তীয়া আজিজিয়া, বাংলাদেশ।

উৎসর্গ

গায্‌যালিয়ে যামান রাযিয়ে ওয়াক্‌ত-
মুহাদ্দিসে আযম উস্তাযুল মুহাদ্দিসীন
সনদুল মুফাস্‌সিরীন সুলতানুল
আরেফীন আল্লামা শাহসূফী
সৈয়দ আহমদ সাঈদ আল-কাযেমী
রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর
পবিত্র চরণে–

সূচীপত্র

- ভূমিকা / ০৫
- রাসূল (দ.) প্রেমই ঈমান / ০৬
- মু'মিন হওয়ার পূর্বশর্ত / ০৮
- ঈমানের কামিলের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব / ১৩
- ঈমানের নিদর্শনাবলী ও ফলাফল / ১৬
- ঈমানের নিদর্শন: প্রথম-ই'তিকাদাত / ১৭
- দ্বিতীয়- ঈমান / ১৮
- তৃতীয়- শরীরের আমল / ১৮
- উপকারিতা / ২০
- "اَلرَّسُوْلُ" দ্বারা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী উদ্দেশ্য এর ব্যাখ্যা / ২৫
- রাসূল (দ.)এর মুহাব্বত সবচেয়ে অধিক হওয়া / ২৭
- রাবী পরিচিতি / ২৯
- হযরত আবুয যানাদ আবদুল্লাহ ইবনে যকওয়ান (রাহ.) / ২৯
- হযরত আবদুর রহমান ইবনে হরমুয আ'রাজ (রা.) / ৩০
- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রা.) / ৩১
- হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) / ৩১
- হযরত সৈয়্যদুনা আবু হুরাইরা (রা.) / ৩৩
- হযরত ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ কাত্তান (রাহ.) / ৩৬
- হযরত কাতাদাহ ইবনে দা'আমাহ (রাহ.) / ৩৭
- হযরত শু'বাহ ইবনে হাজ্জাজ ইবনে ওয়ার্‌দ (রাহ.) / ৩৮
- হযরত ইমাম মুজাহিদ (রা.) / ৩৯
- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) / ৪০
- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) / ৪১
- হযরত আবু তোফাইল 'আমের ইবনে ওয়াসিলা (রা.) / ৪৪
- হযরত ইসহাক ইবনে রাহ্‌ওয়াইহ (রাহ.) / ৪৫
- মু'তামার ইবনে সুলাইমান (রাহ.) / ৪৬
- উপকারিতা / ৪৬

ভূমিকা

الحمدلله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلواة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين . اما بعد !

রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী–'রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেমই ঈমান'– এই হাদীসখানার ব্যাখ্যায় পবিত্র কুরআনের আয়াত ও হাদীস বিশারদগণের উদ্ধৃতি উল্লেখপূর্বক একথা উপস্থাপন করা হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেম ছাড়া আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করা অসম্ভব। কেননা আল্লাহর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইশ্‌ক-প্রেম ও অনুসরণ-অনুকরণের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি ও রেজামন্দি।

এই সংক্ষিপ্ত কিতাবখানার গ্রন্থকার শায়খ-ই তরিকত পেশোয়ায়ে আহলে সুন্নাত বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক হযরতুলহাজ্ব আল্লামা মুহাম্মদ আজিজুল হক আল-কাদেরী (মা.জি.আ.) অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেমের প্রকৃষ্ট উদাহরণ অত্যন্ত চমৎকারভাবে পাঠক সমীপে তুলে ধরেছেন এবং ঈমানের যে সত্তর উর্ধ্ব শাখা রয়েছে তা সবিস্তারে আলোচনা করেছেন।

এ ব্যাপারে পবিত্র হাদীসের বিশদ ব্যাখ্যা এবং আসমাউর রিজাল তথা রাবীদের জীবনচরিতের বিভিন্ন দিক খুবই সুন্দরভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। যা রিজাল শাস্ত্রের কিতাবসমূহে সাধারণত পাওয়া দুষ্কর। অতএব বলা যায় হুব্বে রাসূলের উপর সংক্ষিপ্ত হলেও কিতাবটি তথ্যবহুল।

কিতাবখানা প্রকাশে যারা আর্থিকভাবে সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ্ পাক তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি এবং তাদের মুরুব্বি যারা ইন্তিকাল করেছেন তাদের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি।

আল্লাহ্‌পাক আমাদেরকে এ ধরণের ঈমানী চেতনাদীপ্ত কিতাব অধ্যয়ন করে নিজেদের জীবনকে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেমে উজ্জীবিত করার তৌফিক দান করুন। আমীন!

মুহাম্মদ আবদুল অদুদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দরসে হাদীস

حُبُّ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْإِيمَانِ

রাসূল (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রেমই ঈমান

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ، مِنْ مَالِهِ وَأَهْلِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

হযরত সৈয়্যদুনা আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– ঐ মহান সত্তার শপথ যার কুদরতি হাতে আমার প্রাণ! তোমাদের মধ্যে কেউই মু'মিন হতে পারবে না- যে পর্যন্ত সে আমাকে তার পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততি থেকে সবচেয়ে বেশি প্রিয়তম না জানবে।[১]

এই হাদীসটি ইমাম মুসলিম এবং ইমাম নাসাঈও কিতাবুল ঈমান অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। নাসাঈ শরীফের রিওয়ায়েতে مِنْ مَالِهِ وَأَهْلِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ শব্দেরও উল্লেখ রয়েছে।

[১]. সহীহ বুখারী শরীফ, কিতাবুল ঈমান, باب حب الرسول من الايمان, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৬ 'আসাহ্হুল মাতালি' (বিশুদ্ধ মুদ্রণালয়), ইউ পি, ভারত।

اَلرَّسُوْلُ এর মধ্যে اَلِفْ وَ لَامْ (আলিফ ওয়া লাম) হলো عَهْدِىْ। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হুযূর সৈয়্যদে 'আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কিন্তু একথা স্পষ্ট যে, সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের প্রতি মুহাব্বত রাখা এবং তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাঁরা আল্লাহর পক্ষ হতে সত্য নবী হিসেবে প্রেরিত– একথার উপর ঈমান রাখা ওয়াজিব। হুযূর ইমামুল আম্বিয়া রহমতে 'আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে মুহাব্বত রাখা, সমস্ত আম্বিয়া (আ.) এর প্রতি মুহাব্বতকে আবশ্যক করে। বরং হুযূর সৈয়্যদে 'আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে মুহাব্বত রাখা সমস্ত সাহাবাই কিরাম (রা.) এবং মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিবারবর্গের প্রতি মুহাব্বতকে অপরিহার্য করে।

وَالَّذِىْ نَفْسِيْ এর মধ্যে وَاؤ সর্বনামটি শপথের উদ্দেশ্যে নেয়া হয়েছে। حتى শব্দটি যে পর্যন্ত, শেষ বুঝানোর উদ্দেশ্য।

اَكُوْنَ কর্তৃবাচকে উত্তম পুরুষ। মূলধাতু اَلْكَيْنُوْنَةُ, অর্থ- যে পর্যন্ত আমি হই। اَحَبَّ শব্দটি اسم تفضيل এর সীগাহ, এর অর্থ- اَشَدُّ مَحْبُوْبِيَّةٍ অর্থ- অধিকতর প্রিয় হওয়া। বাক্যে শপথ এজন্যে করা হয়েছে, যাতে বাক্যের মধ্যে তাকিদ, অপরিহার্যতা ও জোরালোভাব প্রকাশ পায়। কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণনা করার জন্যে শপথ শব্দের ব্যবহার জায়েয এবং এটা তাকিদ ও গুরুত্বের ফায়েদা দেয়। আর بِيَدِهِ শব্দে আল্লাহ তা'আলা দেহ বিশিষ্ট হাত ইত্যাদি থেকে পবিত্র। এ শব্দটি

মুতাশাবিহাত এর পর্যায়ভুক্ত। অর্থাৎ ঐ সত্তার শপথ! যার ইখতিয়ারে রয়েছে আমার প্রাণ।

قوله: لَايُؤْمِنُ নবীজী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী 'তোমাদের মধ্যে কেউ মু'মিন হতে পারবে না যে পর্যন্ত সে আমাকে সমগ্র সৃষ্টি হতে অধিক মুহাব্বত না করবে'- এর মর্মার্থ নিশ্চিতভাবে এই যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি অকুণ্ঠ মুহাব্বত ও ভালবাসা ছাড়া ঈমান অর্জন করা আদৌ সম্ভব নয়। প্রত্যেক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা সুপ্তজ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি ও বোধশক্তির দৌলত দান করেছেন, সে অবশ্যই অবগত আছে যে, যাঁর সাথে বিশ্বাস, আন্তরিক ভক্তি ও মুহাব্বত রাখা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত এবং যাকে মান্য করা ব্যতীত যে কোন মানুষ মু'মিন হতে পারে না– তাঁর প্রতি মুহাব্বত সমগ্র সৃষ্টি জগত হতে অধিক হওয়া অপরিহার্য।

অতএব বুঝা গেল যে, দু'জাহানের সরদার মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি মুহাব্বতই মূল ঈমান। ওলামা-ই কিরামগণ বর্ণিত হাদীসকে 'জাওয়ামিউল কালিম' এবং উম্মুল আহাদীসের মধ্যে গণ্য করেছেন। এ প্রসঙ্গে বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা ইবনে বাত্তাল (রাহ.) বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। আলোচ্য হাদীস শরীফের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসমূহের বিস্তারিত বিবরণ হলো এই যে, যে সকল মুহাদ্দিস ওলামা-ই কিরামগণ হাদীস শরীফে বর্ণিত কসম বা শপথের উপকারিতা এবং মুতাশাবিহাতের হুকুম সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন, তা (শপথ) কেবল পরবর্তীতে আলোচিত বস্তুর গুরুত্ব ও তাকিদ বুঝানোর উদ্দেশ্য। আর আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষেত্রে 'يَدٌ' (ইয়াদুন) শব্দটির প্রয়োগ মুতাশাবিহাতের পর্যায়ভুক্ত। আর মুতাশা-

বিহাত এর ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ওলামা-ই কিরামের মধ্যে তিনটি অভিমত রয়েছে।

১. এর কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা যাবে না। এটা হলো উত্তম অভিমত।

২. তবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা যাবে কিন্তু সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট বর্ণনার যেন বিপরীত ও বিসদৃশ না হয়। এটা হলো সঠিক অভিমত এবং পরবর্তী ওলামা-ই কিরামের তরিকাও তাই।

৩. এমন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হবে যা সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট বর্ণনার সম্পূর্ণ বিপরীত। এটা বক্রতাকারী ও পথভ্রষ্টদের অভিমত ও মাযহাব। যেমন- মূর্তি ও প্রতিমা পূজারীরা করে থাকে। এরূপ করা হারাম ও মারাত্মক গুনাহ বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে কুফরীও। তাই এ মাযহাবসমূহের মত-পার্থক্যের মূল ভিত্তি হলো নিম্নের পবিত্র আয়াতখানি।

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا .

'সুতরাং যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে, তারা একাধিক অর্থের সম্ভাবনাময় আয়াতগুলোর পেছনে পড়ে, পথভ্রষ্টতা চাওয়ার ও এর ব্যাখ্যা তালাশ করার উদ্দেশ্যে। আর সেগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা আল্লাহই ভাল জানেন। আর সুগভীর জ্ঞানসম্পন্ন লোকেরা বলেন, আমরা সেটার উপর ঈমান এনেছি।'[২]

---

[২]. সূরা: আল-ইমরান, আয়াত: ৭।

এ পবিত্র আয়াতে اِلَّا اللّٰهُ (ইল্লা-আল্লাহ) পাঠান্তে যদি ওয়াক্ফ বা তিলাওয়াতের সময় থামা হয়, তখন আয়াতের অর্থ হবে- মুতাশাবিহাতের অর্থ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। আর যদি আল্লাহকে (اللّٰهُ) নাহু শাস্ত্রের তারকীব অনুযায়ী معطوف عليه এবং وَالرَّاسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ কে معطوف মানা হয়, তখন আয়াতে কারীমার অর্থ হবে- মুতাশাবিহাতের অর্থ আল্লাহ্ এবং প্রজ্ঞাবান জ্ঞানীরা জানেন। অতএব, একথা প্রতীয়মান হলো যে, প্রজ্ঞাবান আলিমরাও মুতাশাবিহাত এর অর্থ জানেন। এ হলো সঠিক মাযহাব ও অভিমত আর প্রথমটি হলো অতীব উত্তম অভিমত।

দ্বিতীয়তঃ মুতাশাবিহাত এর অর্থ পূর্বাপর জ্ঞানের অধিকারী হুযূর সৈয়্যদে 'আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই জানেন । এই ধারাবাহিকতায় একটি বিষয় এখানে আবিষ্কৃত হলো যে, মুতাশাবিহাত এর অর্থ হুযূর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানেন কি-না?

বিশুদ্ধ অভিমত হলো– অবশ্যই জানেন। অন্যথায় সম্বোধন নিরর্থক হয়ে যাবে। এর দ্বারা একথা আবশ্যক হয়ে যাবে যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রিয় হাবীব রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে এভাবে সম্বোধন করেছেন, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝতে না পারেন। এখন প্রথমোক্ত তাফসীরের আলোকে حصر اضافي তথা আপেক্ষিক সীমাবদ্ধতা বুঝাবে। অর্থাৎ উম্মতের দিক বিবেচনায় হবে। অথবা حصر حقيقي বা প্রকৃত সীমাবদ্ধতা হবে; এর দ্বারা উদ্দেশ্য হবে علم ذاتي বা সত্তাগত জ্ঞান। আর অবশিষ্ট রইলো

علم عطائي বা খোদা প্রদত্ত ইলম, উহা আল্লাহ্ তা'আলার মেহেরবানী ও বদান্যতার উসিলায় অন্যরাও হাসিল করতে পারে। এখন উত্তম ও সঠিক মাযহাবের বণ্টন সংঘটিত হওয়ার দিক বিবেচনায় হবে সঠিক মাযহাবের উপর। এখানে يَـــدٌ (ইয়াদুন) দ্বারা শক্তি-সামর্থ ও নিয়ন্ত্রণাধীন। আর يَدٌ (ইয়াদুন) অর্থ শক্তি ও ইচ্ছাধীন। একথা আরবের পরিভাষায় সুস্পষ্টভাবে প্রচলিত। যেমন- হাত; আমাদের প্রচলিত পরিভাষায় বলা হয়– এ কাজটি আমার হাতে আছে। অর্থাৎ আমার নিয়ন্ত্রণাধীন আছে। অতএব এ বাক্যের মর্মার্থ হলো যে, শপথ! ঐ সত্তার যার কুদরত ও ইখতিয়ারে রয়েছে আমার প্রাণ।

৩. মুহাব্বতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ اَحَبُّ শব্দটি مَحَبَّةٌ থেকে اسم تفضيل এর সীগাহ। মুহাব্বত হলো কারো প্রতি অন্তরের হৃদ্যতা, অবনমিত হওয়া। কোন বস্তুর মুহাব্বত মানুষকে প্রেমাস্পদ ব্যতীত অন্য কাউকে দেখেনা এবং অন্য কারো কথা ও বাক্য শুনে না; এমনকি মুহাব্বত অন্য কারো কথা শ্রবণ করা থেকে বধির হয়ে গেছে এবং অন্যের কাজ-কর্ম থেকে অন্ধ হয়ে গেছে। শুধুমাত্র প্রেমাস্পদের কথা, কাজ ও তার অবস্থা নিয়ে সদা বিভোর। আরবীতে একটি প্রবাদ বাক্য রয়েছে–

اَحَبُّ الشَّيِ يُعْمِيْ وَيُصِمُّ অর্থাৎ 'মুহাব্বতের বস্তু অন্ধ ও বধির হয়।'

হাদীস ব্যাখ্যাকারীগণ বলেছেন, যে মুহাব্বত ইচ্ছাধীন এবং ইখতিয়ারাধীন তা দু'প্রকার। (১) طبعي বা প্রকৃতিগত ও (২) جبلي বা স্বভাবগত ও সৃষ্টিগত। যেখানে মানুষের ইখতিয়ার নেই, এখানে তা

উদ্দেশ্য নয়। এজন্যে মুহাব্বতকে ঈমান বলা হয়েছে। আর ঈমান হলো- ইখতিয়ারী বস্তু।

দ্বিতীয়তঃ عقلی বা বুদ্ধিভিত্তিক মুহাব্বত, মানুষ একে স্বীয় বিবেক-বুদ্ধির তাগিদে গ্রহণ করে। নিম্নোক্ত হাদীসে এটাই উদ্দেশ্য। বিবেকপ্রসূত বা বুদ্ধিভিত্তিক মুহাব্বতের সবব বা কারণ তিনটি– সৌন্দর্য- উৎকর্ষতা, বদান্যতা ও দান-খয়রাত এবং পরিপূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠত্ব।

এ তিনটি কারণ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র সত্তায় এতো উচ্চ স্তরে ও পূর্ণাঙ্গরূপে বিদ্যমান ছিল যে, কোন সৃষ্টির এ মর্যাদা অর্জন করা তো দূরের কথা, এক দশমাংশও হাসিল করা অসম্ভব। হুযূর মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতিটি গুণ ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও বে-নযীর, অতুলনীয় ও উপমাহীন। এ ধরণের অর্থ দ্বারা হুযূর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোন প্রকার গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যে কোন সৃষ্টির পরিপূর্ণ অংশ গ্রহণ অসম্ভব। এ দিকে ইঙ্গিত করে সৈয়্যদুনা ইমাম শরফুদ্দীন বুসিরী (রাহ.) বলেন–

منزه عن شريك فی محاسنه ÷ فجوهر الحسن فيه غير منقسم .

হুযূর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্বীয় গুণাবলী ও সৌন্দর্য কারো অংশীদারিত্ব থেকে পুতঃপবিত্র। মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাঝে যে অতুলনীয় সৌন্দর্য রয়েছে তা অবণ্টনীয় ও অবিভাজ্য। এমনকি শায়খ মুহাক্কিক আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভি (রাহ.) বলেন–

حضور صلی اللہ علیہ وسلّم مرأت جمال وكمال اوست

অর্থাৎ- 'হুযূর মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর সৌন্দর্য, পরিপূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠত্বের আয়না।' আর হুযূর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুহাব্বতের উপকরণসমূহের পূর্ণাঙ্গতম সমন্বয়কারী, তাই অন্য কেউ এতে শরীক নেই। তাই যুক্তির নিরিখে এটা আবশ্যক হবে যে, হুযূর সৈয়্যদে 'আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুহাব্বত দুনিয়ার সকল বস্তু থেকে বেশি হওয়া এবং তিনি সমগ্র সৃষ্টি জগত থেকে অধিকতর প্রিয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সাধারণতঃ হাদীস বিশারদগণ لَا يُؤْمِنُ দ্বারা পূর্ণাঙ্গ ঈমান উদ্দেশ্য নিয়েছেন। আর ব্যাখ্যায় একথা বলেছেন যে, ঈমানের মূল হলো হুযূর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করা। আর বাকী রইলো মুহাব্বত- এটা সম্ভব যে, অন্তরে কারো শ্রেষ্ঠত্ব ও বুযূর্গী বেশি হবে এবং মুহাব্বত কম হবে। যেমন– একজন পিতার অন্তরে ছেলের মুহাব্বত শিক্ষকের চেয়ে বেশি হয় এবং শিক্ষকের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা ছেলের চেয়ে অধিক। কিন্তু এ ব্যাখ্যা মূলতঃ মুহাব্বতের উভয় প্রকারের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে যথাযথ ও সম্যক ধারণা না থাকার কারণে হয়েছে। অন্যথায় যখন মুহাব্বত দ্বারা 'আকলি ও ঐচ্ছিক উদ্দেশ্য নেয়া হবে, তখন অবশ্যই একথা মানতে হবে যে, আসল ঈমান হলো হুযূর সৈয়্যদে 'আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্র সৃষ্টি জগতে অধিকতর প্রিয়তম মনে করা। এ জন্যে অত্র হাদীসে لَا يُؤْمِنُ এর মধ্যে ঈমানে কামিল তথা পরিপূর্ণ ঈমানের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্বকে নির্দিষ্ট করা হয়নি এবং এর

দ্বারা মুতলক বা সাধারণ ঈমান উদ্দেশ্য। আর মুহাব্বত ও শ্রেষ্ঠত্বের যে পার্থক্য রয়েছে, তা হলো স্বভাবজাত মুহাব্বত এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও বুযূর্গীর মধ্যে। বিবেকপ্রসূত মুহাব্বত এবং ই'তিকাদ শ্রেষ্ঠত্ব ও বুযূর্গীতে হাক্বীক্বী আবশ্যকীয়তা রয়েছে। যা হযরত সৈয়্যদুনা হযরত ওমর ফারুকে আযম (রা.)'র হাদীসে এসেছে যে, হাদীসখানা ইমাম বুখারী (রাহ.) বর্ণনা করেছেন। হুযূর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেছেন হে ওমর! তোমার কী অবস্থা! তুমি কি শুধু আমাকে মুহাব্বত কর, না অন্য কোন কিছুকে? তিনি আরয করলেন, হুযূর! আপনাকেও মুহাব্বত করি এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিদেরকেও। হুযূর মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সৈয়্যদুনা ওমর ফারুকে আযম (রা.)'র পবিত্র বক্ষের উপর হাত মুবারক মারলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, এখন কী অবস্থা? আরয করলেন, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মুহাব্বত চলে গেছে, কিন্তু নিজের মুহাব্বত অবশিষ্ট রয়েছে। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র হাত মুবারক তাঁর বক্ষে দ্বিতীয়বার মারলেন। অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন, এখন কী অবস্থা? আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সকলের মুহাব্বত বের হয়ে গেছে। কিন্তু একমাত্র আপনার মুহাব্বতই বাকী রয়েছে। একথা শুনে হুযূর মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, اَلْآنَ تَمَّ اِيْمَانُكَ يَاعُمَرُ 'হে ওমর! এখনই তোমার ঈমান পূর্ণতা লাভ করেছে'।

এখানে মুহাব্বত দ্বারা محبت طبعی বা স্বভাবজাত মুহাব্বত উদ্দেশ্য। কেননা তা শুরুতে হযরত ওমরের (রা.) অন্তরে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আল্লাহর প্রিয় হাবীব মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম

তাঁর প্রতি স্বীয় ঐকান্তিক স্নেহ পরবশ দৃষ্টি দ্বারা তিনি ছাড়া অন্য সব কিছুর মুহাব্বত তাঁর অন্তর থেকে বের করে দিয়েছিলেন। অত্র হাদীসে মুহাব্বত দ্বারা সারকথা হচ্ছে এ হাদীস দ্বারা যদি মুতলক বা সাধারণ মুহাব্বত উদ্দেশ্য নেয়া হয়, তাহলে অবশ্যই ঈমান দ্বারা পরিপূর্ণ ঈমানই উদ্দেশ্য হবে। কিন্তু এতে এ আপত্তি উত্থাপিত হবে যে, محبت طبعی বা স্বভাবজাত মুহাব্বত তো ঐচ্ছিক নয় এবং ঈমান হলো ঐচ্ছিক। উত্তরে একথা বলা হবে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- মু'মিন হুযূর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র সত্তা ও গুণাবলী তাঁর অনুগ্রহ ও বদান্যতাকে ধারাবাহিকভাবে স্মরণ রেখে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে যে, তার অন্তরে রাসূল ছাড়া স্বভাবজাত ও প্রকৃতিগত মুহাব্বতও রাসূল থেকে যেন বেশি না হয়। এটাই হলো পরিপূর্ণ ঈমান। আর যদি হাদীস শরীফে মুহাব্বত দ্বারা আক্বলি ও ঐচ্ছিক অর্থ ও উদ্দেশ্য নেয়া হয়, তাহলে لَايُؤْمِنُ দ্বারা মুতলক বা সাধারণ ঈমান উদ্দেশ্য অধিকতর প্রমাণিত ও সুস্পষ্ট।[৩]

sahihaqeedah.com
Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

৩. যেমন ব্যাখ্যা করেছেন– আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ শরীফুল হক আমজাদী রেজভী সুন্নী হানাফী; নুযহাতুল ক্বারী, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৬০; ইবনে বাত্তাল, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৯; কওসারুল জারী, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৬৬।

ঈমানের নিদর্শনাবলী ও ফলাফল

ওলামা-ই কিরামের একটি দল ৭০ (সত্তর) উর্ধ্ব ঈমানের শাখা-প্রশাখা রয়েছে মর্মের হাদীসের নিদর্শনাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً .

'হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ঈমানের ষাট উর্ধ্ব শাখা রয়েছে।'[৪] হযরত শায়খ আবদুল জলিল স্বীয় কিতাব 'শু'আবুল ঈমান' গ্রন্থে, ইসহাক ইবনে কুরতুবি 'কিতাবুন নাসাইহ' গ্রন্থে, ইমাম আবু হাতিম তাঁর রচিত 'ওয়াসফুল ঈমান' গ্রন্থে, ইমাম আবু আবদিল্লাহ হালিমী তাঁর লিখিত 'ফাওয়াইদুল মিনহাজ' গ্রন্থে এবং ইমাম হাফিয বায়হাকী 'মুখতাছার শু'আবুল ঈমান' গ্রন্থে বিভিন্ন হাদীসসমূহ থেকে ঐ সত্তর উর্ধ্ব শাখা-প্রশাখা ও নিদর্শনসমূহকে এক একটি করে গণনা করেছেন।

আল্লামা আইনী (রাহ.) সংক্ষিপ্তাকারে ঈমানের নিদর্শন সমূহের বিস্তারিত বিবরণ এভাবে দিয়েছেন যে, আত্মার সত্যায়ন এবং মৌখিক স্বীকারোক্তির নাম ঈমান। কিন্তু পরিপূর্ণ নাজাতের জন্যে বিশ্বাস, স্বীকার এবং নেক আমলের একান্ত প্রয়োজন। অতএব এটা তিন প্রকার হলোঃ

[৪]. সহীহ বুখারী, ওমোরুল ঈমান, খন্ড-১, পৃষ্ঠা: ১৩।

প্রথম– ই'তিকাদাত (ঈমান ও দৃঢ়বিশ্বাস সম্পর্কিত)ঃ

এর ৩০ (ত্রিশ)টি শাখা-প্রশাখা রয়েছে। (১) আল্লাহর উপর ঈমান রাখা। এতে তাওহীদ এবং আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীও অন্তর্ভুক্ত। (২) এ আক্বীদা-বিশ্বাস রাখা- আল্লাহ ছাড়া যা কিছু আছে সবই নশ্বর। (৩) ফিরিশতাদের উপর ঈমান রাখা। (৪) সকল নবী-রাসূলের উপর ঈমান রাখা। (৫) আসমানী গ্রন্থসমূহের উপর ঈমান রাখা। (৬) তাক্বদীরের উপর ঈমান রাখা (৭) পরকালের উপর ঈমান রাখা, এতে কবরের সাওয়াল-জওয়াব, কবরের আযাব, পূনরুত্থান, হাশর-নশর, হিসাব-নিকাশ এবং পুলসিরাতের উপর ঈমান রাখাও অন্তর্ভুক্ত। (৮) যাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাত ও দোযখের অঙ্গীকার ও ওয়াদা করেছেন, এর উপর ঈমান রাখা। (৯) জাহান্নামের শাস্তির উপর ঈমান রাখা। (১০) আল্লাহ্ তা'আলার সাথে মুহাব্বত রাখা। (১১) আল্লাহর উদ্দেশ্যে কারো প্রতি মুহাব্বত রাখা এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে শত্রুতা পোষণ করা। এতে সাহাবা-ই কিরাম, মুহাজির, আনসার এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পরিবারের প্রতি মুহাব্বত অন্তর্ভুক্ত। (১২) হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি মুহাব্বত রাখা, এতে নামায এবং সুন্নতে নববী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসরণ-অনুকরণও অন্তর্ভুক্ত। (১৩) একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতা, এতে রিয়া, কাপটতা ও মিথ্যাচার পরিহার করাও অন্তর্ভুক্ত। (১৪) তাওবা। (১৫) খোদাভীতি। (১৬) আল্লাহর উপর ভরসা রাখা। (১৭) কোন অবস্থাতেই আল্লাহ বিমুখ না হওয়া। (১৮) আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। (১৯) প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা। (২০) ধৈর্য্যধারণ করা। (২১) বিনয় ও নম্রতা। (২২) বড়দের প্রতি সম্মান

প্রদর্শন করা। (২৩) তাক্বদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকা। (২৪) তাওয়াক্কুল বা ভরসা করা। (২৫) দয়া, অনুগ্রহ ও অনুকম্পা, এতে ছোটদের প্রতি স্নেহ করাও অন্তর্ভুক্ত। (২৬) রাগ ও ক্রোধ পরিহার করা। (২৭) খারাপ ধারণা থেকে বেঁচে থাকা। (২৮) দাম্ভিকতা ও অহংকার থেকে সংযত থাকা। (২৯) হিংসা ও বিদ্বেষ পরিহার করা। (৩০) পার্থিব লোভ-লালসা পরিহার করা। এতে ধন-সম্পদ ও জান-প্রাণও অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয়– ঈমানঃ যার সম্পর্ক মুখের সাথে, এর ছয়টি শাখা রয়েছে। (১) মুখে তাওহীদের স্বীকৃতি দেয়া। (২) পবিত্র কোরআন মজিদ তিলাওয়াত করা। (৩) দ্বীনি ইলম শিক্ষা দেয়া। (৪) দু'আ। (৫) আল্লাহর যিকর করা, এতে ইস্তিগফারও অন্তর্ভুক্ত। এবং (৬) অপ্রয়োজনীয় কথা থেকে বিরত থাকা।

তৃতীয়– শরীরের আমলঃ এর চল্লিশটি শাখা-প্রশাখা রয়েছে। এটা আবার তিন প্রকার।

এক. যার সম্পর্ক চোখের সাথে। এর ষোলটি শাখা রয়েছে– (১) পবিত্রতা- এতে শরীর, কাপড়, স্থান পবিত্র হওয়া, অযু, গোসল, শুক্র ক্ষরণজনিত অপবিত্রতা এবং হায়েজ-নেফাসও অন্তর্ভুক্ত। (২) নামায প্রতিষ্ঠা করা- এতে ফরয, নফল এবং কাযা নামাযও অন্তর্ভুক্ত। (৩) সদকা- এতে জাকাত আদায়, সদকায়ে ফিতর, দান-খয়রাত, খানা খাওয়ানো এবং আতিথেয়েতাও অন্তর্ভুক্ত। (৪) রোযা- এতে ফরয ও নফল রোযা অন্তর্ভুক্ত। (৫) হজ্ব- এতে ওমরাও অন্তর্ভুক্ত। (৬) ই'তিকাফ- এতে লাইলাতুল কদর পালন করাও অন্তর্ভুক্ত। (৭) ধর্মীয় কারণে হিজরত করা। (৮) মানত পুরণ করা। (৯) গোলাম আযাদ করা। (১০) কাফ্ফারা আদায় করা। (১১) নামায এবং নামাযের বাইরে সতর ঢাকা। (১২) কুরবানী করা। (১৩) জানাযার নামায আদায়ের

নিমিত্তে দাঁড়ানো। (১৪) ফরয আদায় করা। (১৫) লেন-দেনে সততা বজায় রাখা এবং সুদ থেকে বাঁচা এবং (১৬) সত্য সাক্ষ্য দেয়া এবং সত্যকে গোপন না করা।

দুই. যা শুধু অনুসরণের সাথে সম্পর্কিত। এর ছয়টি শাখা রয়েছে– (১) যিনা বা ব্যভিচার থেকে বাঁচা, কেননা এটা শক্ত হারাম। (২) পরিবার-পরিজনের হক্ব আদায় করা। এতে খাদেম ও কর্মচারীদের সঙ্গে নম্র ও ভাল ব্যবহার করাও অন্তর্ভুক্ত। (৩) মাতা-পিতার সঙ্গে ভাল ও উত্তম ব্যবহার করা। (৪) সন্তানদের প্রতিপালনে যত্নবান হওয়া। (৫) আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা এবং (৬) স্বীয় মুনিবের হুকুম পালন করা। এতে সম্মানিত শিক্ষক, পীর-মুর্শিদও অন্তর্ভুক্ত।

তিন. যার সম্পর্ক সাধারণ মানুষের সাথে। এর আঠারোটি শাখা রয়েছে– (১) বিচারক হিসেবে ন্যায় বিচার করা। এতে সংশ্লিষ্ট সবাই অন্তর্ভুক্ত। (২) বৃহৎ দল বা জমা'আতের সঙ্গে থাকা। এতে নব আবিষ্কৃত বাতিল দলসমূহ পরিত্যাগ করা। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত 'সওয়াদ-ই আযম'-এর অন্তর্ভুক্ত। (৩) পূণ্যবান ও ন্যায়পরায়ণ শাসকের অনুসরণ করা। (৪) মানুষের মধ্যে সংশোধন ও সম্প্রীতি বজায় রাখা। এতে খারেজীদের হত্যা ও তাদের প্রতারণা পতিহত করাও অন্তর্ভুক্ত। (৫) ভাল কাজে সহযোগিতা করা। (৬) ভাল কাজের নির্দেশ দেয়া, মন্দ ও খারাপ কাজে বাধা দেয়া। (৭) হুদুদ বা শরয়ী শাস্তির বিধান প্রতিষ্ঠা করা। (৮) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। (৯) আমানত বা গচ্ছিত জিনিস আদায় করা। (১০) ওয়াদা মতো ঋণ পরিশোধ করা। (১১) প্রতিবেশীদের সম্মান করা (১২) লেন-দেন পরিষ্কার রাখা। (১৩) অপব্যয় ও অপচয় না করা। (১৪) সালামের জওয়াব দেয়া। (১৫) ছিঁক বা হাঁচির উত্তর দেয়া। (১৬) সাধারণ

জনগণের কাজে অংশগ্রহণ করা। (১৭) খেলাধূলা পরিহার করা। (১৮) রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া। এ হলো সাতাত্তর (৭৭)টি শাখা। যা হলো ঈমানের নিদর্শনাবলী ও ফলাফল।[৫]

উপকারিতাঃ

শারীরিকভাবে পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের সম্পর্ক ও বন্ধন, রূহানী পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের মোকাবিলায় অনেক নিম্ন স্তরের ও দুর্বল। এ জন্যে কোরআনে পাকের যেখানেই হুযূর সৈয়্যদে 'আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রূহানী পিতৃত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তৎসঙ্গে একথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রূহানী সম্বন্ধ নিকটতম সকল সম্পর্কের চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ .

'নবীগণ মু'মিনদের নিকট তাদের প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয় এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মাতা।'[৬]

সুতরাং শরীরিক সম্পর্ক যদি উল্লেখিত মুহাব্বত ও ভালবাসার কারণ হয়, তাহলে রূহানী সম্পর্ক মুহাব্বতের ভিত্তি হবে না কেন? বরং রূহানী সম্পর্ক যদি নিম্নতম স্তরেরও হয়, তা অতি উঁচু মানের শরীরিক সম্পর্কের চেয়ে অধিকতর সুদৃঢ় ও মজবুত হবে। ফলে এখানে যদি মুহাব্বত হয়, তাহলে ওখানে হবে ইশকের মর্যাদা। আর এখানে রূপক ইশক হলে, তখন ওখানে হবে ইশকে হাক্বীক্বীর বাস্তবায়ন ।

---

[৫]. ফুয়ুযুল বারী, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৫২
[৬]. সূরা: আহযাব, আয়াত: ৬

এখানে আলোচ্য হাদীসে মুহাব্বত ব্যতীত ঈমানের অস্বীকৃতির নির্দেশনা রয়েছে। তা এ হুকুমের উপর ভিত্তি করেই বলা হয়েছে যে, অসম্পূর্ণকে মূলত: অস্তিত্বহীন বলা হয়ে থাকে। এর দ্বারা ইমাম বুখারী (রাহ.)'র দূরদৃষ্টি ও সুদূরপ্রসারী চিন্তাধারার বাস্তব প্রতিফলনের বহি:প্রকাশ ঘটেছে। ওয়াজ-নসিহত ও বয়ানের ত্বরিকা গ্রহণ করা এটা ভিন্ন কথা, যার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে আমলের প্রতি অধিক আগ্রহ সৃষ্টি হয়। সুতরাং এ প্রকৃতির হাদীস দ্বারা পূর্ণতার অর্থ গ্রহণ করা, আইন প্রণেতা হুযূর মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উদ্দেশ্য বিলীন করে দেয়ার নামান্তর।

স্মর্তব্য যে, কোন বস্তুর তা'বীল বা ব্যাখ্যা দ্বারা মূল বক্তব্যের গাম্ভীর্যতা চলে যায় ও কথা হালকা হয়ে যায় এবং আমলের দাওয়াত শেষ হয়ে যায়। আর যখন ইশক ও প্রেমের স্বাদের মাধ্যমে পরিচয় হাসিল হয়, তখন আশেক, ইশক ও প্রেমের বদৌলতে শত-সহস্র কষ্ট ও দুর্নাম সমূহকেও অত্যন্ত আনন্দ চিত্তে ও মুহাব্বতের সাথে এমনভাবে সুস্বাগতম, মুবারকবাদ, খোশ আমদেদ-এর ধ্বনি উচ্চারিত হয়– সম্ভবত: এরই নাম মুহাব্বত। একথা অনুমেয় যে, ইশক ও মুহাব্বত হলো অত্যন্ত ব্যাপক ও বড় কর্মের বস্তু কিন্তু এ ধরণের প্রয়োজনীয় বস্তু এবং মূল্যবান নি'য়ামত ও সম্পদকে কোন ধ্বংসশীল বস্তুর সাথে সম্পর্কিত করা মূলতঃ একে এমন অনভিপ্রেত স্থানে ব্যয় করা– যা নিতান্ত বোকামি ও অজ্ঞতাও বটে। অতএব বর্ণিত হাদীসের আলোচনায় এ বাস্তবতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যাতে প্রথম স্তরের মুহাব্বত ও ইশকের সম্পর্ক ঐ মহান সত্তার সঙ্গে হবে যিনি হলেন চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, যাঁর কোন শরীক নেই ও যিনি অমুখাপেক্ষী এবং তাঁর মাহবুব এবং সম্মানিত ও মহিমান্বিত বন্ধু রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি

ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করা হয়; তবেই চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী ও অমুখাপেক্ষী আল্লাহর ফয়েজ-বরকত দ্বারা পরিপূর্ণ হবে। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে যেভাবে মুহাব্বত হওয়া উচিত সেভাবে যদি হয়ে যায়, তাহলে এর দ্বারা বড় উপকার এটাই হবে যে, তাঁর অনুসরণ-অনুকরণ ও ইবাদতসহ সকল ইসলামী, ঈমানী ও দ্বীনি কার্যক্রম অত্যন্ত সহজতর হয়ে যাবে। একজন বন্ধু ও প্রেমিক তার প্রিয়জন ও প্রেমাস্পদের অনুসারী-অনুগামী হয়ে থাকে। অর্থাৎ- প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের, আশেক তার মাশুকের এবং বন্ধু তার প্রিয়জনের জন্যে ধন-সম্পদ ও নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দেয় এবং প্রিয়জন ও প্রেমাস্পদের কোন কোন কাজ ও হুকুম অত্যন্ত আনন্দ চিত্তে গ্রহণ করে থাকে।

এখানে (হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ক্ষেত্রে) কোন্ ভালবাসা উদ্যেশ্য হবে সেখানে কাউকে মজবুর বা স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে নির্দেশ দেয়া হয়নি। অর্থাৎ রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি ভালবাসাকে শরয়ী বাধ্যবাধকতা এ জন্য করা হয়নি যেহেতু এটা ঈমানী বিষয়- যা স্বভাবগত ও বিবেক-প্রসুত ভালবাসার উর্ধ্বে।

অতএব বুঝা গেল, প্রকৃতপক্ষে মুহাব্বত হলো একটিই। যা সর্বদা তার প্রিয়জনের স্মরণে নিয়োজিত থাকে। অন্তরে প্রেমাস্পদের মুহাব্বত, মুখে তার প্রশংসা ও বর্ণনায় পঞ্চমুখ হওয়া এবং শারীরিকভাবে প্রেমাস্পদের অবস্থা ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা। মূলতঃ সব সময় ও সর্বাবস্থায় প্রেমাস্পদের স্মরণ থেকে গাফিল না হওয়া এবং প্রেমাস্পদ ভিন্ন অন্য কারো প্রশংসা ও গুণ-গান বর্ণনা করা পছন্দ না হওয়া। এটাই হলো আসল মুহাব্বত। আর প্রিয়জন ও প্রেমাস্পদের নামে সবকিছু

বিলীন ও বিসর্জন দেয়া এবং সুখ-শান্তি ও বিলাসিতাকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা– এটাই হলো আশেক ও প্রেমিকের নিদর্শন।

مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا ÷ عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ.

জেনে রাখা আবশ্যক যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রেমই মূল ঈমান। অবশ্য যে সকল বস্তুর সঙ্গে মুহাব্বতের সম্পর্ক রয়েছে, তাদের ধরণ ও পদ্ধতির বিভিন্নতার কারণে ঐ এক মুহাব্বত বিভিন্ন নাম ধারণ করেছে। যেমন- বাবার সাথে দাদার এবং ছেলে-মেয়ের সাথে বাবার মুহাব্বতের সম্পর্ককে محبت طبعی বা স্বভাবজাত মুহাব্বত বলে। শরীয়তের কারণে যে সব বস্তুর সাথে সম্পর্ক হয়, তাকে মুহাব্বতে শরয়ী ও ঈমানী বলা হয়। অনুরূপভাবে মুহাব্বতের সম্পর্ক যে সকল বস্তুর সাথে হয়, তারই দিক বিবেচনায় মুহাব্বতের নামকরণ করা হয়। মুহাব্বত হলো মূলতঃ একটি গুণের নাম। তোমাদের পিতা-মাতা, দাদা-দাদি, তোমাদের সন্তান-সন্ততি, তোমাদের স্ত্রীরা, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও গোত্র, তোমাদের উপার্জিত ধন-সম্পদ ও সকল ব্যবসায়িক কাজ-কারবার এবং অট্টালিকা ভবন- যেখানে বিলাস বহুল জীবন অতিবাহিত করার আসবাবপত্র ও সামান অতীব প্রিয়। এ সব বস্তু যদি তোমাকে আল্লাহ থেকে, তাঁর প্রিয় হাবীব রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে, আল্লাহর পথে জিহাদ করা থেকে এবং এসব তাকে হিদায়ত থেকে বঞ্চিত রাখছে।[৭]

[৭]. সূরাঃ তাওবা, আয়াতঃ ২৪

শয়তানী অপশক্তির মোকাবিলায় আল্লাহর দ্বীনকে সবার উপরে তুলে ধরা, দ্বীনে ইসলামের মহোত্তমতা এবং মুসলমানদের শান-মান ও ইজ্জতের জন্যে এক দুর্লভ বস্তু ও মহাব্যবস্থাপত্র (প্রেসক্রিপশন)। এতে শিক্ষা-দীক্ষা, ইসলাম ধর্ম এবং দ্বীনের মৌলিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত।

জামে' তিরমিযী ও আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে যে, হুযূর সৈয়্যদে 'আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, জান্নাতে প্রবেশকালে হাফেজে কুরআনকে সম্বোধন করে বলা হবে, কুরআন শরীফ পড়তে থাক এবং উপরে উঠতে থাক। যেখানে গিয়ে থেমে যাবে, রুখে দেয়া হবে, উহাই হবে তোমার গন্তব্যস্থল ও আবাসস্থল। সুতরাং কোরআন মজিদের হাফেজ যিনি পবিত্র কোরআন তিলাওয়াতের সাথে সাথে এর উপর আমলও করে থাকে; তাহলে একথা বলা যাবে যে, প্রত্যেক মু'মিন নিজের ঈমান ও আমলের বিবেচনায় ঐ সমস্ত উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্টিত হবে। কেননা প্রত্যেকের সওয়াবের পরিসমাপ্তি হবে তার পবিত্র কুরআনের পরিসমাপ্তির উপর।

মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুহাব্বত ও ভালবাসা ছাড়া ঈমানদার হওয়া অসম্ভব। প্রত্যেক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ জাল্লা শানুহু বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞান দান করেছেন, সে অবশ্যই অবগত আছে যে, যার সাথে ঈমানের মৌল বিশ্বাস প্রবেশ করবে এবং তা মান্য করা ব্যতীত মানুষ মু'মিন হতে পারে না– তাঁর প্রতি মুহাব্বত ও ভালবাসা সমগ্র বিশ্বজগত থেকে বেশি হওয়া আবশ্যক। মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়তম ব্যক্তিদের যে হক্ব রয়েছে তা আদায় করা আবশ্যক। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি এ সকলকে ভুলে যায়, তার অন্তরে তাদের প্রতি কোন ধরণের মুহাব্বত ও ভালবাসা অবশিষ্ট না থাকে এবং সবার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়, তবুও তার ঈমানে কোন

ধরণের ত্রুটি ও ঘাটতি আসবে না। কারণ ঈমান আনার জন্য মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়তম ব্যক্তিদেরকে মান্য করা আবশ্যক নয়। কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানা মু'মিন হওয়ার জন্য পূর্বশর্ত। এ কারণে যতক্ষণ পর্যন্ত لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু) এর সাথে (মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ)'য় বিশ্বাসী না হবে, সে কখনো মু'মিন হবে না। আর যদি মুহাব্বতের সম্পর্ক ও বন্ধন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে নিশ্চিতভাবে ধরে নিতে হবে, সে ঈমান থেকে বেরিয়ে গেছে। কেননা রিসালতের সত্যায়ন মুহাব্বত ও ভালবাসা ছাড়া হতেই পারে না। এ জন্যে ইসলামে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুহাব্বতকে সমগ্র বিশ্ব জগত থেকে অধিক জরুরি এবং তাঁর মুহাব্বতকে ইসলাম ও ঈমানের প্রথম শর্ত হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। সকল প্রকারের মুহাব্বতের উপর হুযূর মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুহাব্বতকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। সৃষ্টি জগতে তাঁর চেয়ে অধিক দয়ালু, দানশীল, মেহেরবান, প্রজাবৎসল, পরোপকারী, জনহিতৈষী ও সম্মানের অধিকারী সত্তা আর কে আছেন?

প্রশ্নঃ "اَلرَّسُوْلُ" (আর- রাসূল) দ্বারা সমস্ত রাসূলই বুঝা যায়। যেহেতু প্রথমত: الف و لام جنسی , দ্বিতীয়ত: الف و لام استغراق।

উত্তরঃ "اَلرَّسُوْلُ" (আর- রাসূল) এর উপর যে الف و لام রয়েছে, তা দ্বারা عَهْدِیْ উদ্দেশ্য। جنسی বা استغراق উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং "اَلرَّسُوْلُ" দ্বারা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি

ওয়াসাল্লাম-ই উদ্দেশ্য। দলীল হলো– হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, اَكُوْنَ احبَّ اِلَيْهِ অর্থাৎ- 'আমি তাঁর নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয়তম হব।' যদিও সকল নবী-রাসূল আলাইহিমুস্ সালাম'র প্রতি মুহাব্বত রাখা ওয়াজিব। اَحَبُّ হচ্ছে اسم تفضيل এর সীগাহ। যা সব সময় فاعل বা কর্তা হিসেবে আসে। কিন্তু এখানে সাধারণ নিয়মের বিপরীত مفعول বা কর্তৃকর্মের অর্থে এসেছে।

অতএব বুঝা গেল যে, অত্র হাদীসে নফস বা আত্মার উল্লেখ করা হয়নি। অথচ রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাণের চেয়েও অধিকতর প্রিয়তম। মহান আল্লাহ্ বলেন,

اَلنَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ .

'নবীগণ মু'মিনদের নিকট তাদের প্রাণের চেয়েও অধিকতর প্রিয় ও উত্তম।'[৮]

উপরোল্লিখিত হাদীস শরীফে মাতা-পিতা এবং সন্তান শব্দের উল্লেখ করার পেছনে বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, সম্ভবতঃ এ উভয়টি মানুষের নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয় হয়ে থাকে এবং অনেক সময় নিজের প্রাণের চেয়েও অধিকতর প্রিয় হয়। সুতরাং وَلَدٌ (ওয়ালাদ) এবং وَالِدٌ (ওয়ালিদ)কে উপমা ও দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে– যা বাক্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। وَالِدٌ (ওয়ালিদ) দ্বারা মাতা-পিতা এবং وَلَدٌ (ওয়ালাদ) দ্বারা

[৮]. সূরা: আহযাব, আয়াত: ৬।

ছেলে-মেয়ে সহ সকল সন্তান অন্তর্ভুক্ত। যারা অপ্রিয় ও দূরের তারাও উত্তম পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত। যতক্ষণ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ব জগত হতে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুহাব্বত অধিক না হবে, ততক্ষণ মানুষ প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না। মূলতঃ তাঁর প্রতি মুহাব্বতের নামই ঈমান। এ জন্যে ইমাম বুখারী (রাহ.) "حُبُّ الرَّسُوْلِ مِنَ الْاِيْمَانِ" নামে একটি পৃথক শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে– اَلا لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا مُحَبَّةَ لَهُ "সাবধান! যার কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রেম ও ভালবাসা নেই, তার ঈমান নেই।"

হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি মুহাব্বতের নিদর্শন হলো- কর্মে তাঁর অনুসরণ করা, বিরোধীতা না করা। আর তা ইসলামে আবশ্যকীয় বিষয়। মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ .

"হে প্রিয় হাবীব! আপনি বলুন, তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ্ তা'আলা, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভ্রাতা, তোমাদের পত্নী, তোমাদের স্বগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-

বাণিজ্য যার মন্দা পড়ার আশঙ্কা কর এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালবাস, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত।"[৯]

সুতরাং আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুহাব্বত সবচেয়ে অগ্রবর্তী ও প্রধান। হযরত ইবনে বাত্তাল (রাহ.) বলেন, মুহাব্বত তিন প্রকার। (১) শ্রেষ্ঠত্ব ও বুযূর্গীর মুহাব্বত। যেমন– মাতা-পিতার প্রতি মুহাব্বত। (২) স্নেহ ও করুণার মুহাব্বত। যেমন– সন্তানের প্রতি মুহাব্বত এবং (৩) অনুগ্রহ ও দয়ার মুহাব্বত। যেমন– সাধারণ মানুষের মুহাব্বত।

হুযূর মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী মুহাব্বতের তিন প্রকারসমূহের পরিপূরক ও সমন্বয়কারী। যার ঈমান কামিল ও পরিপূর্ণ হবে সে অবশ্যই বিশ্বাস করবে যে, মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি এবং সাধারণ মানুষের চেয়ে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হক্ব সর্বাধিক। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে পথভ্রষ্টতা থেকে, আল্লাহর গজব ও শাস্তি থেকে এবং দোযখের আযাব থেকে নাজাতের ব্যবস্থা করেন। পথভ্রষ্টতা থেকে হিদায়তের দিকে এবং অন্ধকার থেকে আলোর দিকে পথপ্রদর্শন করেন, صلّى اللهُ عليه وسلّم دائمًا ابدًا । এখানে মুহাব্বতে ঈমানী উদ্দেশ্য। এটাই হলো মাহ্‌বুব তথা প্রেমাস্পদের অনুসরণ। উপরে বর্ণিত তিন প্রকারসমূহ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুহাব্বতে পাওয়া যায়।

[৯]. সূরা: তাওবা, আয়াত: ২৪।

উপরোল্লেখিত তিন প্রকারের ভালবাসাই রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ও বিদ্যমান। কেননা প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল সৌন্দর্য এবং সমগ্র বুযূর্গীর পাঠপূর্ণতা ও সমস্ত সৃষ্টি জগতকে সঠিক পথে দিক–নির্দেশনা প্রদানে তাঁর ভূমিকা অপরিসীম। সুতরাং তাঁর প্রতি সর্বপ্রকার মুহাব্বত বজায় রাখা একান্ত জরুরি। সুতরাং তাঁর প্রতি মুহাব্বত সবচেয়ে বেশি জরুরি।[১০]

নিম্নে বর্ণিত হাদীসসমূহের 'আসমাউর রিজাল' বা হাদীস বর্ণনাকারী রাবীদের জীবনালেখ্যের উপর সামান্য আলোকপাত করা হলোঃ

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণিত অত্র হাদীসে পাঁচজন রাবী রয়েছেন। এঁদের মধ্যে হযরত আবুল ইয়ামান হেকম তিনি হযরত না'ফে থেকে; শো'আইব ইবনে আবি হামজা হামাছী এবং হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আলাইহিম আজমাঈন।

আবুয যানাদ আবদুল্লাহ ইবনে যকওয়ান মাদানী ক্বরশী (রাহ.)। তিনি এই উপনামের উপর খুবই অসন্তুষ্ট ছিলেন। তবুও তাঁর প্রসিদ্ধ উপনাম ছিল এটাই। আবু আবদুর রহমানও তাঁর উপনাম ছিল। তাঁর দিক-নির্দেশনা এবং উচ্চ মর্যাদা ও বুযূর্গীর উপর সকল ওলামা একমত। তাঁকে হাদীস শাস্ত্রে 'আমীরুল মু'মিনীন' বলা হয়। আবু হাতিম তাঁকে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রাবী বলে অভিহিত করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফরের সাথে একটি জানাযায় শরীক হন, তখন তিনি বয়সে ছোট ছিলেন। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রা.) তাঁকে ইরাকের রাজস্ব কর উসূলকারীদের উপর আমীর নিয়োগ করেছিলেন। লাইস ইবনে সা'দ (রা.) বলেন, আমি আবুয যানাদকে

[১০]. কুসতলানী, কেরমানী, আইনী, ফতহুল বারী ও তাফহীমুল বুখারী ইত্যাদি।

দেখেছি, তিন শতাধিক ইলমে হাদীস ও ইলমে ফকীহ অন্বেষণকারী ছাত্র তাঁর পশ্চাৎপদ অনুসরণ করতো। ইমাম ওয়াক্বেদী বলেন, আবুয যানাদ ১৩০ হিজরীতে গোসল করার সময় হঠাৎ ইন্তিকাল করেন। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। সৈয়্যদুনা ইমাম বুখারী (রাহ.) বলেন,

أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَ.

"আবুয যানাদ বর্ণনা করেছেন আ'রাজ থেকে, তিনি বর্ণনা করেছেন হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে"[১১] এটি অত্যন্ত বিশুদ্ধ সনদ।

আ'রাজ ঃ তাঁর নাম আবদুর রহমান ইবনে হরমুয তাবেঈ মাদানী ক্বরশী (রা.)। বনু হাশেমের রবী'আ ইবনে হারেস ইবনে আবদুল মোত্তালিবের আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। ওলামারা একমত যে, তিনি ছিলেন প্রখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের অন্যতম। হিজরী ১৭০ সালে তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় ইন্তিকাল করেন। শারেহ বুখারী আল্লামা আইনী (রাহ.) বলেন, এখানে একটি কথা জেনে রাখা আবশ্যক আর তা হলো এই, হযরত ইমাম মালেক (রা.) হযরত আবদুর রহমান ইবনে হর্মুয (রা.) থেকে সরাসরি কোন রেওয়ায়েত করেন নি। অবশ্য আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে হরমুয থেকে ইমাম মালেক (রা.) রেওয়ায়েত করেছেন এবং তাঁর থেকে ফিকহ শাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জন করেন, যখন তিনি মদিনা মুনাওয়ারার গভর্ণর ছিলেন। তিনি খুব কমই রিওয়ায়েত করেছেন। হিজরী ১৪৮ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন।

[১১]. মুসনাদে আহমদ।

সারকথা, হযরত ইমাম মালেক (রা.) যেখানে ইবনে হরমুজ (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন, সেখানে উদ্দেশ্য হবে প্রখ্যাত ফকীহ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হরমুয। কেননা আবদুর রহমান ইবনে হরমুজ (রা.) মুহাদ্দিস আবুয যানাদের সাথী ও বন্ধু ছিলেন। তাঁর থেকে ইমাম মালেক (রা.) আবুয যানাদের মাধ্যমে রেওয়ায়েত করেছেন। আবদুর রহমান ইবনে হরমুয হিজরী ১১৭ সালে ইন্তিকাল করেন। অপরদিকে আবদুল্লাহ ইবনে হরমুয ইন্তিকাল করেন হিজরী ১৪৮ সালে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রা.)ঃ হযরত সৈয়্যদুনা আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রা.) এমন এক মহান সত্তা যাঁর আলোচনায় আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয় এবং তাঁর সাথে সম্পর্ক ও মুহাব্বত রাখার কারণে মাগফিরাত ও ক্ষমা অর্জিত হয়।[১২] মুহাক্কিক মুহাদ্দেসীনে কিরাম এবং সুফিয়া-ই ইযামগণ বলেন, তিনি যামানার 'কুতুবুল আকতাব' এর পদমর্যাদায় অধিষ্টিত ছিলেন।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.)ঃ তিনি হলেন হযরত আনাস ইবনে মালেক ইবনে নযর ইবনে যমযম আনসারী (রা.)। তাঁর উপনাম আবু হামযা। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রসিদ্ধ খাদেম ছিলেন এবং টানা দশ বছর তাঁর খেদমত করেন। হুযূর মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সর্বমোট ২২৮৬ খানা হাদীস বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে ১৬৮টি শায়খাইন তথা বুখারী ও মুসলিম শরীফ উভয় গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। বুখারী শরীফে এককভাবে ৮২টি হাদীস এবং মুসলিম শরীফে এককভাবে ৯১টি হাদীসের উল্লেখ রয়েছে। তাঁর অনেক সন্তান-সন্ততি ছিল। তিনি বলেন,

[১২]. তাফহিমুল বুখারী, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৫২৯।

আমি আমার ঔরসজাত ৯৮ জন সন্তানকে নিজ হাতে দাফন করেছি। তাঁর একটি বাগান ছিল, যা বছরে দু'বার ফল দিত। বাগানে সুগন্ধিযুক্ত বিশেষ শাক ছিল, যেখান থেকে মিশকের সুগন্ধি ও খুশবু আসত। তিনি নিজেই বর্ণনা করেন, আমি দীর্ঘদিন জীবিত থাকার কারণে জীবনের প্রতি আমার অনীহা ও সংকীর্ণতা এসে গিয়েছিল। তাঁর বয়স শতের উপরে হয়েছিল। হিজরী ৯৩ সালে হাজ্জাজের শাসনামলে বসরায় ইন্তি কালকারী সর্বশেষ সাহাবী ছিলেন। মুহাম্মদ বিন সিরীন তাঁকে গোসল করান। বসরা শহর থেকে ১-$^{১}/_{২}$ কিলোমিটার দূরে তাঁর নিজ বাসভবনে তাঁকে সমাহিত করা হয়।[১৩]

প্রথম রাবী ঃ আবু জাফর আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাফর ইবনে ইয়ামান ইবনে আখনী ইবনে খুন্‌সি জু'ফী বুখারী মুসাদ্দাদী (রাহ.)। তিনি হলেন আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদ ইবনে জাফর ইবনে ইয়ামান-এর চাচাতো ভাই এবং ইয়ামান বুখারীর এক দাদার আযাদকৃত গোলাম। তিনি হিজরী ২২৯ সালে ইন্তিকাল করেন। সিহাহ সিত্তার মধ্যে শুধু ইমাম বুখারীই তাঁর থেকে হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন।

দ্বিতীয় রাবী ঃ আবু 'আমের আবদুল মালেক ইবনে 'আমের ইবনে মালেক ইবনে কায়েস আক্বদী বসরী (রাহ.)। হুফ্‌ফাযে হাদীসগণ তাঁর উচ্চ মর্যাদা ও সুদৃঢ় জ্ঞানের উপর ঐকমত্য পোষণ করেন। তিনি হিজরী ২০৪ কিংবা ২০৫ সালে ইন্তিকাল করেন।

তৃতীয় রাবী ঃ আবু মুহাম্মদ সোলাইমান ইবনে বেলাল ক্বরশী তাইমী মাদানী (রাহ.)। তিনি প্রখ্যাত তাবেঈ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে

[১৩]. তাফহীমুল বুখারী, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৯৯।

দীনারসহ একদল তাবেঈ থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। আর প্রখ্যাত তাবেঈ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক তাঁর থেকে হাদীস শুনেছেন। মুহাম্মদ ইবনে সা'দ বলেন, তিনি অত্যন্ত সুন্দর, আকর্ষণীয় চেহারা বিশিষ্ট বিচক্ষণ ও জ্ঞানী ছিলেন এবং মুফতিও ছিলেন। মদিনা মুনাওয়ারায় আগমন-কারীদের কার্য-নির্বাহক ছিলেন। হিজরী ১৭২ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন। সিহাহ সিত্তায় এ নামের অন্য কোন রাবী নেই।

চতুর্থ রাবী ঃ আবু আবদুর রহমান আবদুল্লাহ্ ইবনে দীনার ক্বরশী মাদানী (রাহ.)। তিনি হলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এর আযাদকৃত গোলাম। তিনি হিজরী ১২৭ সালে ইন্তিকাল করেন।

পঞ্চম রাবী ঃ আবু সালেহ যকওয়ান সাম্মান যাইয়্যাত মাদানী (রাহ.)। তিনি কুফায় তেল ও ঘি সরবরাহ করতেন। হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাহ.) বলেন, তিনি একজন নির্ভরযোগ্য রাবী এবং মানুষের মধ্যে অত্যন্ত সম্মানিত ও দৃঢ়চেতা লোক ছিলেন। হিজরী ১০১ সালে তিনি মদিনা মুনাওয়ারায় ইন্তিকাল করেন।

ষষ্ঠ রাবী ঃ হযরত সৈয়্যদুনা আবু হুরাইরা (রা.)। তাঁর নামের ব্যাপারে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ ওলামার নিকট প্রসিদ্ধ হলো তাঁর নাম- আবদুর রহমান ইবনে ছখর দওসী তামিমী (রা.)।

ইবনে আবদুল বার বলেন, ইসলাম পূর্ব এবং ইসলামী যুগে কোন ব্যক্তির নামে এতো বেশি মতভেদ হয়নি যে রকম তাঁর নামের মধ্যে মতভেদ ও ইখতিলাফ রয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) স্বয়ং বলেছেন, অন্ধকার যুগে তার নাম ছিল আবদে শামস এবং ইসলাম গ্রহণ করার পর হয় আবদুর রহমান। তাঁর মাতার নাম- মায়মুনা, কারো মতে,

উমাইয়া। তিনি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দো'আয় মুসলমান হন।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি একজন এতিম যুবক। হিজরতের সময় মিসকিন ছিলাম। আর মাইসারা বিনতে গযওয়ানের খাদেম ছিলাম। আল্লাহ তা'আলা তার সাথে আমার বিবাহের ব্যবস্থা করে দেন। আল্লাহর অশেষ শুকর, যিনি দ্বীনকে সুদৃঢ় ও মজবুত করেছেন এবং আবু হুরায়রাকে ইমাম বানিয়েছেন।

সর্বদা তাঁর সঙ্গে ছোট একটা বিড়ালছানা থাকত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কৌতুক বশতঃ তাঁকে আবু হুরায়রা বা বিড়ালছানার পিতা বলে সম্বোধন করেছিলেন। তখন হতেই তিনি এই কুনিয়ত বা উপনামে প্রসিদ্ধ হন। তিনি খায়বার বিজয়ের বছর মদিনা মুনাওয়ারায় তাশরীফ আনেন এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে খায়বারের যুদ্ধে শরীক হন। ইসলাম গ্রহণের পর হতে তিনি সর্বক্ষণ নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খিদমতে ও সান্নিধ্যে থাকতেন। তিনি আসহাবে সুফ্ফার অন্যতম সদস্য ছিলেন এবং রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনেক ইলম হাসিল করেন। সকল ওলামা একথার উপর একমত যে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) ছিলেন সমস্ত সাহাবা-ই কিরামের মধ্যে সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৩৬৪টি। তন্মধ্যে ইমাম বুখারী (রাহ.) ৪১৮টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি সার্বক্ষণিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে থাকতেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) স্বয়ং তাঁর নিজের ব্যাপারে বলেছেন, একদা আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনার নিকট হতে আমি যে সকল হাদীস শ্রবণ করি, তার সবকিছু স্মরণ রাখতে পারি না, আমার ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। উত্তরে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার চাদরখানা প্রসারিত কর, আমি প্রসারিত করলাম। তখন নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পবিত্র হাত মুবারক দ্বারা এতে তিন মুষ্ঠি মারলেন। অতঃপর বললেন, ইহাকে বক্ষের সাথে মিলিয়ে নাও। এরপর থেকে তিনি যা কিছু শুনতেন আর কখনো ভুলতেন না।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) এর দৈহিক গঠনঃ তাঁর গায়ের রং ছিল বাদামী রংয়ের। মাথার চুলের দু'টি যুলফী ছিল। গোঁফ সমূহ কেটে ফেলতেন। তিনি অত্যন্ত কৌতুক প্রকৃতির ছিলেন। মরওয়ান বিন হেকম তাঁকে মদিনা মুনাওয়ারার গভর্ণর নিয়োগ করেন। গদি বিশিষ্ট গাধার উপর আরোহন করে চলাফেরা করতেন। পথে কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তিনি বলে উঠতেন- রাস্তা থেকে সরে পড়, আমীর এসেছে। যুল হুলাইফায় তিনি বসবাস করতেন, সেখানে তাঁর ঘর ছিল। পরবর্তীতে তিনি তা তাঁর গোলামকে সদকা করে দিয়েছিলেন। হিজরী ৫৭ সালে তিনি মদিনা মুনাওয়ারায় ইন্তিকাল করেন এবং বাকী'উল গরক্বদ শরীফে (জান্নাতুল বাকী') তাঁকে দাফন করা হয়। হযরত ওয়ালীদ ইবনে উক্ববা তাঁর নামাযে জানাযার ইমামতি করেন। হযরত ইমাম শাফেয়ী (রাহ.) বলেন, 'আবু হুরায়রা (রা.) সমসাময়িক সকল লোকের মধ্যে হাদীসের সবচেয়ে বড় ইমাম ও হাফিযে হাদীস ছিলেন। এখানে 'باب امور الايمان' বা ঈমানের শাখা-প্রশাখা অধ্যায়ের সকল রাবীদের জীবনালেখ্য আলোচনা করা হয়েছে।

১২নং হাদীসের রাবী পরিচিতিঃ অত্র হাদীসে মোট ৬ জন রাবী বা বর্ণনাকরী রয়েছেন।

প্রথম রাবী ঃ মুসাদ্দাদ ইবনে মুসারহাদ ইবনে মুসারবাল ইবনে মুরা'বাল ইবনে আরন্দল ইবনে সারন্দল ইবনে গারন্দল ইবনে মা-সিক ইবনে মুস্‌তাওবাদ আসাদী বসরী (রাহ.)। বসরার ছিক্বাহ বা নির্ভরযোগ্য রাবীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তিনি হাম্মাদ ইবনে যায়েদ, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ্ এবং ইয়াহিয়া ক্বাত্তান প্রমুখ মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। আহমদ ইবনে হাম্বল এবং ইয়াহিয়া ইবনে মঈন তাঁকে চরম সত্যবাদী এবং অত্যন্ত বিশ্বস্ত বলে অভিহিত করেন। হিজরী ২২৩ সালে পবিত্র রমজান শরীফে তিনি ইন্তিকাল করেন।

দ্বিতীয় রাবী ঃ ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ ইবনে ফর্‌রুখ তামিমী (রাহ.)। কুনিয়ত আবু সাঈদ আল-কাত্তানুল বসরী। তিনি সিক্বাহ, হাফিয ও ইমাম ছিলেন। তাঁর উচ্চ মর্যাদা এবং নির্ভরযোগ্যতা ও পরিপক্কতার উপর সকল ওলামা একমত যে, راسخ القدم অর্থাৎ তিনি ছিলেন 'ইমামুল হাদীস'। ইমাম মালেক ও ইমাম শু'বাহ থেকে তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। ইয়াহিয়া ইবনে মঈন (রাহ.) বলেন, তিনি দীর্ঘ ২০ বছর দৈনিক খতমে কুরআন আদায় করেন এবং ৪০ বছর পুর্বাহ্নে মসজিদে চলে যেতেন। ইসহাক শহিদী বলেন, আমি ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ কাত্তান (রাহ.)কে দেখেছি যে, তিনি আসরের নামায আদায়ের পর মসজিদের মীনারে টেক লাগিয়ে বসে পড়তেন এবং তাঁর সামনে আলী ইবনে মাদীনী, সাজ কুফী, আমর ইবনে আলী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইয়াহিয়া ইবনে মঈনসহ যুগশ্রেষ্ঠ ওলামায়ে কেরাম হাদীস সম্বন্ধে তাঁর থেকে প্রশ্নোত্তর নিতেন। যখন তিনি মাগরিবের নামায পর্যন্ত এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং কাউকে বসতে বলতেন না, তখন

অন্যরাও তাঁর শান-শওকত ও প্রভাবের কারণে বসতেন না। তিনি মুস্ত াজাবুদ দাওয়াত (আল্লাহর দরবারে যাঁর দু'আ গৃহীত বলে স্বীকৃত) এবং বেলায়তের অধিকারী ছিলেন। তিনি হিজরী ১২০ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭৮ বছর বয়সে হিজরী ১৯৮ সালে ইন্তিকাল করেন।

তৃতীয় রাবী ঃ শু'বাহ্ ইবনে হাজ্জাজ ওয়াসেতী বসরী (রাহ.)। হাদীস শাস্ত্রে তাঁকে 'আমীরুল মু'মিনীন' বলা হয়।

চতুর্থ রাবী ঃ কাতাদাহ্ ইবনে দা'আমাহ্ ইবনে কাতাদাহ্ ইবনে আজীজ সাদুসী বসরী তাবেঈ (রা.)। তিনি আনাস বিন মালেক, আবদুল্লাহ ইবনে সরজসী এবং আবু তোফাইল আমের বিন ওয়াসিলার মতো প্রখ্যাত সাহাবী থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তাঁর উচ্চ মর্যাদা, হিফজ, নির্ভরযোগ্যতা এবং ফযিলতের উপর সমস্ত ওলামা একমত। তিনি ছিলেন জন্মগত অন্ধ। তাঁর স্মরণশক্তি ছিল খুবই প্রখর। ইমাম যমখশরী 'তাফসীরে কাশশাফে' উল্লেখ করেন যে, তিনি জন্মগত অন্ধ ছিলেন এবং প্রখ্যাত মুফাস্‌সীরে কুরআন ছিলেন। হিজরী ১১৭ কিংবা ১১৮ সালে ইন্তিকাল করেন। সিহাহ সিত্তায় এ নামে অন্য কোন রাবী নেই।

পঞ্চম রাবী ঃ হুসাইন ইবনে যাকওয়ান। তিনি বসরার শিক্ষাগুরু ছিলেন। তিনি হযরত 'আতা ইবনে আবি রেবাহ, কাতাদাহ্ সহ অন্যান্য মুহাদ্দেসীন থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। আবু হাতেম তাঁকে ছেক্বাহ বলেছেন।

ষষ্ঠ রাবী ঃ আনাস ইবনে মালেক ইবনে নযর ইবনে যমযম আনসারী (রা.)। কুনিয়ত আবু হামযা। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিশিষ্ট খাদেম ছিলেন এবং ১০ বছর খেদমত করেছেন।

সপ্তম রাবী ঃ শু'বাহ ইবনে হাজ্জাজ ইবনে ওয়ারদ (রাহ.)। তাঁর জালালতে শান, উচ্চ মর্যাদা ও ইমামতের উপর সকল ওলামা একমত। হযরত সুফিয়ান সওরী (রাহ.) বলেন, শু'বাহ ছিলেন হাদীস শাস্ত্রে 'আমিরুল মু'মিনীন'। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাহ.) বলেন, হাদীস শাস্ত্রে তিনি ছিলেন উম্মতের মধ্যে একক ব্যক্তিত্ব ও অদ্বিতীয়। হিজরী ১৬০ সালের শুরুতে তিনি বসরায় ইন্তিকাল করেন। তাঁর মুখে ছিল তোতলামি। 'সিহাহ সিত্তা'য় শু'বাহ ইবনে হাজ্জাজ ব্যতীত অন্য কোন শু'বাহ নামের রাবী নেই। নাসাঈ শরীফে শু'বাহ ইবনে দীনার কুফী নামক একজন রাবী রয়েছেন, তিনি অত্যন্ত সত্যবাদী ছিলেন।

১৪নং হাদীসের রাবী পরিচিতি ঃ অত্র হাদীসের রাবী হলেন ৭ জন।

প্রথম রাবী ঃ আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম ইবনে কাছীর ইবনে যায়েদ ইবনে আফ্লাহ দাওরতী 'আবদী (রাহ.)। তিনি ছিলেন সেক্বাহ, হাফিয ও মুতক্বেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম লাইসকে তিনি দেখেছেন এবং সুফিয়ান ইবনে উআইনা, ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ কাত্তান ও ইয়াহিয়া ইবনে আবি কাছীর থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। হিজরী ২৫২ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন।

দ্বিতীয় রাবী ঃ ইসমাইল ইবনে 'উলিয়াহ (রাহ.)। 'উলিয়াহ হলেন তাঁর মাতা এবং তাঁর পিতা হলেন ইব্রাহীম ইবনে সাহল ইবনে মাক্বসাম বসরী আসদী। ইমাম শু'বাহ তাঁকে 'সৈয়্যদুল মুহাদ্দিসীন' বলেছেন। তাঁর উচ্চ মর্যাদা ও সেক্বাহর উপর সমস্ত ওলামা একমত। বাদশাহ হারুন-অর-রশীদের খিলাফতের শেষের দিকে বাগদাদে তিনি

বসরা ও মাযালিমের যাকাত উসুলের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। হিজরী ১৯৪ সালে তিনি বাগদাদে ইন্তিকাল করেন এবং আবদুল্লাহ ইবনে মালিকের কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর সাহেবজাদা ইবরাহীম তাঁর নামাযে জানাযা পড়ান। তাঁর মুহাতারাম আম্মা 'উলিয়্যার নিকট বসরার প্রখ্যাত ফকীহগণ যেতেন এবং বিভিন্ন মাসআলা নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন।

তৃতীয় রাবী ঃ আবদুল আজীজ বনানী তাবেঈ (রা.)। সমস্ত ওলামা তাঁর সেক্বাহ ও ধী-শক্তির উপর ঐকমত্য পোষণ করেন। ইবনে কুতাইবা বলেন, তিনি এবং তাঁর পিতা উভয়ই গোলাম ছিলেন। আয়াস ইবনে মু'আবিয়া একা আবদুল আজীজ-এর সাক্ষীকে জায়েয বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

চতুর্থ রাবী ঃ আদম ইবনে আবি আয়াস (রাহ.)।

পঞ্চম রাবী ঃ শু'বাহ ইবনে হাজ্জাজ (রাহ.)। তিনি হলেন হাদীস শাস্ত্রে 'আমীরুল মু'মিনীন'।

ষষ্ঠ রাবী ঃ হযরত আনাস বিন মালিক (রা.)।

হযরত ইমাম মুজাহিদ (রা.) ঃ মুজাহিদ ইবনে জাবর মক্কী মাখযুমী (রা.)। তিনি প্রসিদ্ধ ইমাম এবং যুগশ্রেষ্ঠ মুফাস্সিরে কুরআন ছিলেন। প্রখ্যাত তাবেঈ ছিলেন এবং তাঁর উচ্চ মর্যাদার উপর সকল ওলামা ঐকমত্য পোষণ করেন। ইলমে তাফসীর, হাদীস ও ফিকহের ইমাম হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি নিজেই বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর নিকট ৩০ বার কুরআন মাজীদ পেশ করেছি। হিজরী ১০১ সালে সিজদারত অবস্থায় তিনি মক্কা মুকাররমায় ইন্তিকাল করেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ঃ তিনি হলেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ইবনে গাফিল হায্‌লী (রা.)। তিনি হযরত সৈয়্যদুনা ওমর ফারুক (রা.) এর আগে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি একথা বলতেন যে, আমি ষষ্ঠতম মুসলমান, যখন পৃথিবীতে অন্য কোন মুসলমান ছিল না। তিনি প্রথমে আবিসিনিয়া (হাবশা–বর্তমান ইথিওপিয়া) হিজরত করেন, অতঃপর সেখান থেকে হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারায় তাশরীফ আনেন। তিনি সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং বদর যুদ্ধে আবু জাহলের মাথা দ্বিখন্ডিত করেন। সরকারে দু'আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জান্নাতের শুভ সংবাদ দেন। তিনি হুযূর সৈয়্যদে 'আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জুতা মুবারক বহন করতেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দাঁড়ানোর ইচ্ছে করতেন, তখন তাঁকে জুতা পরিয়ে দিতেন এবং যখন জুতা খুলে বসতেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) তা নিজ বগলের নীচে হিফাযতে রাখতেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) মোট ৮৪৮টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী (রাহ.) তাঁর থেকে শুধু ৫০টি হাদীস উল্লেখ করেন। তিনি শেষ জীবনে কুফায় চলে গিয়েছিলেন এবং হিজরী ৩২ সালে সেখানে ইন্তিকাল করেন। কতেক ঐতিহাসিকের মতে, তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরে আসেন এবং এখানেই ইন্তিকাল করেন। জান্নাতুল বাকী শরীফে তাঁকে দাফন করা হয়।

খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত ওসমান (রা.) তাঁর নামাযে জানাযা পড়ান। কারো মতে, হযরত যুবাইর (রা.) পড়ান। কেউ কেউ হযরত আম্মার বিন ইয়াসেরের (রা.) নামও উল্লেখ করেছেন। তিনি কুফার কাযী ছিলেন। হযরত ওমর ফারূক (রা.) এর শাসনামলে তিনি কুফার

রাষ্ট্রীয় কোষাগারের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। এমনকি হযরত ওসমান (রা.) এর খিলাফতের শুরুতেও তিনি রাষ্ট্রীয় কোষাগারের সংরক্ষক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।[১৪]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে খাত্তাব ক্বরশী আদুভি মাক্কী (রা.)। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পূর্বে তিনি তাঁর পিতার সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি হুযূর সৈয়্যদে 'আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে মোট ১৬৩০টি হাদীস বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে ইমাম বুখারী (রাহ.) ২৫১টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। যে সমস্ত সাহাবা হুযূর মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহস্রাধিক হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন তাঁরা হলেন ৬ জন। এঁদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)ও রয়েছেন।

হযরত ইমাম বুখারী (রাহ.) বলেন, বিশুদ্ধ সনদ হলো এই যে, ইমাম মালেক (রাহ.) হযরত নাফে' (রাহ.) থেকে, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করা। তিনি ছিলেন মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস ও তাঁর সুন্নাতের অনুসারী।

তিনি অনেক সময় একই বৈঠকে ৩০ হাজার দিরহাম পর্যন্ত দান-খয়রাত ও সদকা করে দিতেন। দুনিয়াবী লোভ-লালসা ও এর সৌন্দর্যের প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ ছিল না। না ছিল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের কোন অভিলাষ। তাঁর সম্পর্কে আল্লাহর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আবদুল্লাহ একজন নেক্‌কার বান্দা। তিনি নেক্‌কার, পরহেজগার ও দ্বীনদার হওয়ার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণীই প্রকৃষ্ট দলীল।

---

১৪. তাফহীমুল বুখারী, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৭৮।

ইমাম যুহরী (রাহ.) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর রায় ও ফয়সালার উপর অন্য কোন ফয়সালা নেই। কেননা তিনি মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর ষাট বছর জীবিত ছিলেন।

সাহাবা-ই কিরামের কোন কাজ তাঁর নিকট অস্পষ্ট ছিল না। সাহাবাদের মাঝে পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ঝগড়া-বিবাদ থেকে তিনি সব সময় আলাদা থাকতেন। তিনি একথা বলতেন, দুনিয়ার কোন বস্তু হাসিল না হওয়া আমাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করতে পারেনি। কিন্তু একটি বিষয়ে বড় পেরেশানী রয়েছে যে, আমি রাষ্ট্রদ্রোহীদের মোকাবিলায় হযরত আলী (রা.)'র সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিনি।

তিনি হিজরী ৭৪ সাল মোতাবেক ৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে পবিত্র হজ্বের পর হযরত সৈয়্যদুনা আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) এর শাহাদতের তিন মাস মতান্তরে ছয় মাস পর ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ অথবা ৮৬ বছর। তাঁকে 'যী-তুয়া' নামক স্থানে বা محصّب –এ মুহাজিরদের কবরস্থানে দাফন করা হয়। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তাঁর নামাযে জানাযা পড়ান। কেননা হাজ্জাজ সে সময়কার শাসক ছিলেন। 'তায্কিরায়ে সাহাবা' কিতাবে তাঁর জীবনী ও মানাকিব বিস্তারিত রয়েছে।

৭নং হাদীসের রাবী পরিচিতিঃ অত্র হাদীসে মোট ৪ জন রাবী বা বর্ণনাকারী রয়েছেন। তাঁদের আলোচনা নিম্নরূপ:

প্রথম রাবী ঃ উবাইদুল্লাহ ইবনে মুসা ইবনে বাজাম কুফী (রাহ.) ছেক্বাহ বা নির্ভরযোগ্য রাবী। তিনি পবিত্র কুরআনের বড় আলিম এবং এ বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। হিজরী ২১৩ কিংবা ২১৪ সালে

আলেকজান্দ্রিয়ায় ইন্তিকাল করেন। ইবনে কুতাইবা 'মু'আরিফ'-এ উল্লেখ করেছেন যে, উবাইদুল্লাহ ইবনে মুসা মুন্কির হাদীসসমূহ শ্রবণ এবং রিওয়ায়েত করতেন। এ কারণে অনেক ওলামা তাঁকে ضعيف বা দুর্বল রাবী বলেছেন। কিন্তু ইমাম নববী (রাহ.) বলেন, বুখারী ও মুসলিম এবং অন্যান্য বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থে অসংখ্য নব-উদ্ভাবিত হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে এবং দলীল হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু যারা বিদ'আতকে প্রচলন করেছে তাদের থেকে বর্ণিত হাদীস দলীল হিসেবে উপস্থাপন করা হয়নি। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মুহাদ্দিস তাঁদের বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করেছেন এবং এর দ্বারা দলীল উপস্থাপন করেছেন। কোন ধরণের আপত্তি ছাড়াই তাঁদের থেকে হাদীস শুনতেন এবং শুনাতেন।

দ্বিতীয় রাবী ঃ হান্যালা ইবনে আবি সুফিয়ান ইবনে আবদুর রহমান ইবনে সফওয়ান ইবনে উমাইয়া ইবনে খালাফ ইবনে ওয়াহাব ইবনে খুযাফাহ ইবনে জামহ্ জামহী মক্কী কুরাইশী (রাহ.)। তিনি অত্যন্ত ছিকাহ বা নির্ভরযোগ্য রাবী এবং হুজ্জতে হাদীস ছিলেন। 'আতা ইবনে রিবাহ এবং অন্যান্য তাবেঈ থেকে হাদীস রিওয়ায়েত করেছেন। হিজরী ১৫১ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন। অসংখ্য মুহাদ্দিস তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তৃতীয় রাবী ঃ ইকরামা ইবনে খালিদ ইবনে 'আস ইবনে হিশাম ইবনে মুগিরা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনে মাখযুম ক্বরশী মাখ্যুমী মক্কী (রাহ.) ছিলেন ছিক্বাহ ও নির্ভরযোগ্য রাবী এবং প্রখ্যাত আলিমে দ্বীন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর এবং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। হযরত 'আতা'র (রা.) পরে হিজরী ১১৪ কিংবা ১১৫ সালে ইন্তিকাল করেন।

তাঁর দাদা পাপিষ্ঠ আবু জাহলের ভাই ছিল। হযরত ফারূকে আযম ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) তাকে কাফির অবস্থায় বদর যুদ্ধে হত্যা করেন। এক বর্ণনা মতে সে হযরত ওমর ফরূকে আযমের মামা ছিল।

সাহাবা-ই কিরামের মধ্যে ইকরামা নামে তিনজন সাহাবী ছিলেন। (১) ইকরামা ইবনে আবি জাহল। (২) ইকরামা ইবনে 'আমের আবদী এবং (৩) ইকরামা ইবনে উবাইদ খওলানী। সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে হাদীসে বর্ণিত ইকরামা মাখযুমী, ইকরামা ইবনে আবদুর রহমান এবং ইবনে আব্বাস (রা.) এর আযাদকৃত গোলাম ইকরামার নাম উল্লেখ আছে।

চতুর্থ রাবী ঃ মারূফ ইবনে খর্‌রবুয মক্কী (রাহ.)। হযরত ইয়াহিয়া ইবনে মঈন (রাহ.) তাকে দুর্বল বলেছেন।

পঞ্চম রাবী ঃ আবু তোফাইল 'আমের ইবনে ওয়াসিলা লাইসী কেনানী (রা.)। তিনি ওহুদ যুদ্ধের বছর জন্মগ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র জীবনের আটটি বছর পেয়েছেন। তিনি হযরত আলী (রা.) এর ভক্ত ও অনুসারী ছিলেন এবং কুফায় বসবাস করতেন। অতঃপর মক্কা মুকার্‌রমায় অবস্থান করেন। হিজরী ১০০ সালে মক্কায় ইন্তিকাল করেন। সমস্ত মুহাদ্দেসীন ও ঐতিহাসিকদের ঐকমত্য যে, সাহাবীদের মধ্যে তিনিই সকলের শেষে ইন্তিকাল করেন। তিনি ইসনাদ বা হাদীসের বর্ণনা সূত্রকে মতন বা হাদীসের মূল অংশের পরে এজন্যে উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসের ইসনাদ এবং আ-ছরের ইসনাদের নিয়ম-নীতি ও পদ্ধতির মধ্যে যাতে পার্থক্য হয়ে যায় অথবা এজন্যে করা হয়েছে যে, খর্‌রবুজ'র ইসনাদে দুর্বলতা ছিল। অথবা ইসনাদ নানাবিধ হওয়ার কারণে এবং উদ্দেশ্য

পূরণে উভয় নির্দেশনা জায়েয। এ কারণে কিছু গ্রন্থে ইসনাদ বা হাদীসের বর্ণনা সূত্র মতনের অগ্রভাগে বর্ণিত আছে।[১৫]

ষষ্ঠ রাবী ঃ ইসহাক ইবনে রাহ্‌ওয়াইহঃ আবু ইয়াকুব ইসহাক ইবনে মখলদ হন্‌যলী মরুযী (রাহ.)। তিনি ইবনে 'রাহওয়াইয়্যাহ' নামে প্রসিদ্ধ। নিশাপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। আবদুল্লাহ তাহের বলেন, হযরত ইসহাককে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল– আপনাকে 'রাহওয়াইয়্যাহ' বলা হয় কেন? তিনি বলেন, আমার পিতা মক্কা মুকাররমার রাস্তায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আর একে ফার্সী ভাষায় 'রাহ্' বলা হয়। তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয় আলিমে দ্বীন। তাঁর মধ্যে হাদীস ও ফিকহের জ্ঞান এবং তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তি, সত্যনিষ্ঠা ও খোদাভীরুতার অনন্য গুণাগুণের সমাহার ছিল। হিজরী ২৩৭ সালে তিনি নিশাপুরে ইন্তিকাল করেন।

সপ্তম রাবী ঃ ম'আয ইবনে হিশাম ইবনে আবি আবদিল্লাহ দস্তাওয়ায়ী বসরী (রাহ.)। হিজরী ২০০ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন। হিশাম সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

অষ্টম রাবী ঃ ক্বাতাদাহ্ সদুসি বসরি (রাহ.)।

৯নং হাদীসের রাবী পরিচিতিঃ

প্রথম রাবী ঃ মুসাদ্দাদ ইবনে মুসারহাদ (রাহ.) এর আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে।

---

১৫. কিরমানী।

দ্বিতীয় রাবী ঃ মু'তামার ইবনে সুলাইমান ইবনে তর্‌খান বসরী (রাহ.)। তাঁর উপনাম আবু মুহাম্মদ। হিজরী ১৮৭ সালে বসরায় ইন্তিকাল করেন। তাঁর ইন্তিকালের দিন লোকেরা বলেছিলেন, আজ যুগশ্রেষ্ঠ বুযূর্গ ও আবেদ আমাদের থেকে বিদায় নিলেন। তাঁর পিতা সুলাইমানকে তাইমী বলা হতো। তিনি সীনি মুর্‌রার আযাদ কৃত গোলাম ছিলেন। তার মধ্যে যখন কদরিয়া আক্বিদা প্রকাশ পেল, লোকেরা তাকে এলাকা থেকে বের করে দেয়। বনু তাইম গোত্র তাকে আশ্রয় দেয় এবং নিজেদের নেতা হিসেবে গ্রহণ করে। তিনি তাদের ইমাম ছিলেন। এ জন্যে তাকে তাইমী বলা হতো। হযরত শু'বাহ (রাহ.) বলেন, আমি সুলাইমানের মতো সৎ লোক দেখিনি। তিনি যখন হুযূর মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস বর্ণনা করতেন, তখন তার রং পরিবর্তন হয়ে যেত। সুলাইমানের সন্দেহও নিশ্চিতের মর্যাদা রাখে। তিনি এশার অযু দিয়ে সারা রাত ইবাদতে নিয়োজিত থাকতেন। তিনি ও তাঁর ছেলে মু'তামার রাত্রে বিভিন্ন মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করতেন। তাঁর অসংখ্য গুণাবলি রয়েছে। তিনি হিজরী ১৪২ সালে বসরায় ইন্তিকাল করেন।

তৃতীয় রাবী ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) এর আলোচনা পূর্বে হয়েছে।

উপকারিতা ঃ ইমাম বুখারী (রাহ.) এর মাযহাব হলো- সহীহ হাদীসের সমস্ত সনদগুলো مَالك عن نافع عن ابن عمر رضـ এই সনদে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসের এই বর্ণনা সূত্রকে 'স্বর্ণ শিকল' বলা হয়।

ইমাম আবুল মনসুর তাইমি বলেন, বিশুদ্ধ ইসনাদ হলো–

امام شافعى عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضـ

অন্যান্য ওলামারা বলেছেন–

احمد بن حنبل عن شافعى عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضـ

এই সনদ অত্যন্ত বিশুদ্ধ ও সহীহ।

বুখারী শরীফে حدثنا، اخبرنا এর ব্যবহার অধিক হয়েছে। এ উভয়টি সমার্থবোধক। কেউ যদি পার্থক্য করতে চায়, তাহলে শুধু পার্থক্য এটাই- حدثنا এর মধ্যে শায়খ হাদীস পাঠ করেন এবং اخبرنا এর মধ্যে ছাত্র নিজ শায়খের সামনে পাঠ করে। তৃতীয়তঃ عن-এর রিওয়ায়েতও আছে। একে عنعنه বলা হয়। এতে রয়েছে সার্বজনীনতা– শায়খ পাঠ করুক বা ছাত্র পড়ুক উভয়টিই এতে অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য عنعنه রিওয়ায়েতে ইমাম বুখারীর মাযহাবে শর্ত আরোপ করা হয়েছে।

ইমাম নববী (রাহ.) বলেন, ইমাম বুখারী (রাহ.) অত্র হাদীসখানা এই অধ্যায়ে একথা বুঝানোর জন্যে উল্লেখ করেছেন যে, ইসলামের প্রয়োগ কর্মের উপর করা হয়। আর কখনো ঈমান ও ইসলাম উভয়ই একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

اَطلبُ مِنَ اللهِ به خيرُ الدارين وصلاح سرّى وعلانيتى و اولادى واصحابى واحبابى واهل بيتى وسائر اهل للعٰلمين ولجميع المؤمنين والمؤمنات وعموم الرحمة لى ولهم فى الحياة وبعد الممات انه على ذٰلك قديرو بالاجابة جدير وسَمَّيْتُه 'مجمع القادرى من حديث البخارى بحبِّ النبىّ المختار من قول العلماء الاخيار'-

مولا يا صلّ وسلّم دائمًا ابدًا ÷ على حبيبك خير الخلق كلّهم
يا اكرم الخلق مالى من الوذُبه ÷ سواك عند حلول الحادث العمم
فاِنَّ مِنْ جودك الدنيا وضرّتها ÷ ومن علومك علم اللوح والقلم.

اَللّٰهُمَّ صلّ وسلم علٰى سيدنا محمد اجد ما فى علم الله صلاةً دائمةً بداوم ملك الله .

আল্লামা মুহাম্মদ আজিজুল হক আল্-কাদেরী'র রচিত গ্রন্থসমূহ

- ❑ তাফসীর-ই ফউযুল আজিজ
- ❑ ফরমানে মোস্তফা (দ.)
- ❑ ইরশাদে মোস্তফা (দ.)
- ❑ ফাযায়েলে দরূদ শরীফ
- ❑ আত্ তোহফাতুল মাতলুবা
- ❑ মিলাদে মোস্তফা (দ.)
- ❑ আল্-বায়ানুল মোছাফ্ফা কী মাসয়ালাতে আবদিল মোস্তফা (দ.)
- ❑ আযানের আগে দরুদ পড়া জায়েয
- ❑ আস্ সায়েক্বাহ
- ❑ আল-কাওলুল হক
- ❑ আল বোরহান
- ❑ আত্-তোহফাতুল গাউছিয়া
- ❑ আল্-বায়ানুন্-নাজীহ ফী নেজাতে আম্মিন্ নবী (দ.)
- ❑ কেফায়াতুল মোবতাদী ফী মোস্তালেহাতে হাদিসিন্ নববী (দ.)
- ❑ আত্-তাওজীহুল জামিল বে-শরহে হাদিসে জিবরীল
- ❑ আত্-তাহকীকুল আ'জীব আ'লা ছালাতিন নাবীয়িল হাবীব (দ.)
- ❑ আদ্-দালায়েলুল ওয়াজেহাত ফী হুরমতে ছুজুদিত্ তাহিয়াহ
- ❑ তানজীহুল জালীল আনিশ্ শিব্হে ওয়াল মাছিল
- ❑ তাজকেরাতুল মাক্বামাতির রাফীয়াহ লিল-ইমাম আবি হানিফাহ ফীল আহাদিছিন নববীয়াহ
- ❑ আচ্ছালাতুত্ তা-তাউওয়ায্ বে-ইক্বতেদায়ীল মুতাউয়ে
- ❑ রাফিকুল মোসাফেরিন ফী মাসায়েলিল হজ্বে ওয়া জিয়ারতে সৈয়্যদিল মুরসালীন (দ.)
- ❑ আত্-তাবছীর ফী মাসয়ালাতিত্ তাকফীর
- ❑ কালামুন আউলিয়া ফী শানে ইমামিল আউলিয়া
- ❑ হাকীকতে ইসলাম
- ❑ মুনীয়াতুল মুছল্লেমীন
- ❑ বুখারী শরীফের ছবক অনুষ্টান
- ❑ শাজরা শরীফ (তরিকায়ে কাদেরীয়া চিশতীয়া)
- ❑ আল্-ফাউযুল মুবীন (সূরা-ইয়াসিন শরীফের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ)
- ❑ তাকবীলুল ইবহেমাইন ইনদা ছেমায়ে বে ইছমে সৈয়্যাদিল কাওনাইন
- ❑ শানে গাউছুল আজম
- ❑ আল-মোকাদ্দমা
- ❑ আল-মারজান মিন মোবতাকুচ্ছরীহাইন (১ম খন্ড -উর্দু ও বাংলা)
- ❑ আল-মারজান মিন মোবতাকুচ্ছরীহাইন (২য় খন্ড -উর্দু ও বাংলা)
- ❑ আল-মারজান মিন মোবতাকুচ্ছরীহাইন (৩য় খন্ড -উর্দু ও বাংলা)
- ❑ আক্বায়েদুল ইসলাম (আরবী, আরবী-বাংলা)
- ❑ কুর্রাতুল উয়ুন (আরবী-বাংলা)
- ❑ তরিকুচ্ছালাত আ'লা ছাবিলিন ইজাজ (আরবী, আরবী-বাংলা)
- ❑ আল্-ফাওয়ায়েদুল 'উযমা
- ❑ শানে মোস্তফা (দ.)
- ❑ ফতাওয়া আল্-আযীযী মিন ফয়ুজিল কাজেমী
- ❑ তানবীহুল মো'মেনীন বা শিয়া মাযহাব হতে হুশিয়ার
- ❑ আন্ নুফুছুল কুদ্ছিয়া ফি ছালাছিলে আউলিয়া ইল্লাহ-১ম খন্ড
- ❑ আন্ নুফুছুল কুদ্ছিয়া ফি ছালাছিলে আউলিয়া ইল্লাহ-২য় খন্ড
- ❑ আল্লাহ মিথ্যা বলার ক্ষমতা রাখেন কিন্তু বলেন না, এধরনের ধারণা পোষণ করা কুফুরী
- ❑ দরুদে কিব্রিতে আহমর শরীফ
- ❑ আওদ্বাহুল বয়ান মিন আয়াতিল ফুরকান- ১ম খন্ড
- ❑ আওদ্বাহুল বয়ান মিন আয়াতিল ফুরকান- ২য় খন্ড
- ❑ ওহাবী-খারেজী ও মওদূদী- জামায়াতের কোরআন হাদীস তথা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক আক্বীদাসমূহ
- ❑ কুনুতে নাযেলা পাঠের শর্য়ী বিধান
- ❑ তোহফাতুল আজিজিয়া বে-শরহে ক্বাসিদায়ে গাউছিয়া
- ❑ নজদী ওহাবীদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
- ❑ ইলমুল মাছাদেরিল মুরাওবেজাহ্
- ❑ ক্বাসিদায়ে বুরদাহ্ পাঠের তারতীব ইত্যাদি।

প্রাপ্তিস্থান

◆ ছিপাতলী জামেয়া গাউছিয়া মুঈনীয়া কামিল মাদ্রাসা
◆ হাটহাজারী আনোয়ারুল উলুম নোমানীয়া সিনিয়র মাদ্রাসা
◆ বেতবুনিয়া মুঈনুল উলুম রেজভীয়া সাঈদীয়া দাখিল মাদ্রাসা
◆ মোহাম্মদী কুতুবখানা ◆ রেজভী কুতুব খানা
শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।